গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন-১ শাখা

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন এর আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ/কর্মকান্ডের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোঃ মুজিবুল হক এমপি,
মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সময় ঃ দুপুর ০১.০০ ঘটিকা

তারিখ ঃ ০৮.০৩.২০১৫

স্থান ঃ ৮ম তলার সভা কক্ষ

উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয় সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন যে গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষে তিনি কতিপয় নির্দেশনা/অনুশাসন প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা/অনুশাসন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভাটি আহ্বান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) কে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য আহ্বান করেন। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন এবং তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম এবং তার অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
১	দেশের সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে।	• বর্তমানে ৪৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে যে সকল প্রকল্প চলমান আছে ও শীঘ্রই যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে তাতে মোট ৯টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। অবশিষ্ট জেলাসমূহকে পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।	২০২০	বাংলাদেশ রেলওয়ে	যে সকল প্রকল্প চলমান আছে এবং অতি শীঘ্রই যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সেগুলো ২০২০ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হলে ৯টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
		• কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-কাশিয়ানী-টুঙ্গীপাড়া প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গোপালগঞ্জ জেলা রেল নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হবে।	০১.১০.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১৫	• জিএম(পশ্চিম) • সিই(পশ্চিম)	• কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন শেষে ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। • কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সেকশনের কাজ চলমান রয়েছে। জানুয়ারী/২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬২.৮৮% । • কাশিয়ানি থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৩৫ কিঃমিঃ রেললাইনের মধ্যে ব্রীজ ও ট্র্যাকের দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে। ব্রীজ প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং ট্র্যাক প্যাকেজের দরপত্র ১৬.০৩.২০১৫ তারিখে খোলা হবে। • প্রকল্পের আরডিপিপির ওপর গত ১৮.১২.২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরডিপিপি ২৫.০২.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আগামী ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।
		• খুলনা-মংলা রেলপথ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট জেলা নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।	৩১.১২.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১৮	• জিএম(পশ্চিম) • ইএনসি(প্রকল্প)	• খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় ২ টি (WD1 ও WD2) প্যাকেজের জন্য PQ আহবান করে যথাক্রমে ৪ টি ও ৭ টি ভারতীয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
					• ০৭.১২.২০১৪ তারিখে উক্ত ২টি (WD1 ও WD2) প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। ১৬.০২.২০১৫ তারিখে WD2 প্যাকেজের (রূপসা নদীল উপর ব্রিজ) দরপত্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে এই প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। • আগামী ১৬.০৩.২০১৫ তারিখে WD1 (Track) প্যাকেজের দরপত্র খোলা হবে। • প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২২.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসক, খুলনাকে ভূমি অধিগ্রহণের চাহিদা প্রেরণ করা হবে।
		• বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু হয়ে মিয়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার জেলা নেটওয়ার্কভুক্ত হবে।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	• জিএম(পূর্ব) • জিএম (টিবিডিএলপি)	• প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের পিডিপিপি ০৮.০২.২০১৫ তারিখে ERD তে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটি চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ‘China Railway Group Limited’ নামক একটি চীনা কোম্পানীর সাথে গত ০১.১২.২০১৪ তারিখে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। • ৩১ মার্চ/২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
		• নাভারন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সাতক্ষীরা জেলা রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে।	০১.০৭.২০১১ থেকে ৩১.১২.২০১৪ (প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে)।	সিই(পশ্চিম)	• প্রকল্পটির এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজও ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের Final Report ডিসেম্বর/২০১৪ তে দাখিল করা হয়েছে। • পরামর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এবং সাতক্ষীরা থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত দু'টি আলাদা ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
		• দর্শনা হতে ডামুরহুদা হয়ে মুজিবনগর এবং মেহেরপুর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মেহেরপুর জেলা নেটওয়ার্কভুক্ত হবে।	০১.০১.২০১৫ থেকে ৩১.১২.২০১৭	সিই/পশ্চিম	• গত ২৪.০৯.২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • পিইসি'র কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হলে পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের ১৩.১২.১৫ তারিখের পত্রানুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পে ৫২ কেজি রেলের পরিবর্তে ৬০ কেজি রেল ব্যবহার এবং ভূমি অধিগ্রহণের দর হাল নাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৩.০৩.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আগামী ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।
		• পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-১ (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলা রেল নেটওয়ার্কভূক্ত হবে।	০১.০৪.২০১৫ থেকে ৩১.১২.২০২০	প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	• প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। • প্রকল্পের পিডিপিপি গত ১০.০২.২০১৫ তারিখে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
					• প্রকল্পটি অর্থায়নসহ বাস্তবায়নের জন্য China Rilway Group Ltd. এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮.০১.২০১৫ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। • প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব প্রায় ২৩১ কি: মি: হ্রাস পাবে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।
		• পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-২ (ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নড়াইল জেলা নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।		প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	• 'সাব রিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত। • প্রকল্পটি অর্থায়নসহ বাস্তবায়নের জন্য China Rilway Group Ltd. এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮.০১.২০১৫ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চীনা কোম্পানি কর্তৃক ২য় পর্যায়ের বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে।
২	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান ২টি অঞ্চলকে ৪টি অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি জোনে বিভক্ত। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাকশি এবং লালমনিরহাট এই ৪টি অপারেটিং ডিভিশন আছে। বিদ্যমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অপারেশনাল বিষয় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এ পর্যায়ে আরও ২টি নতুন জোন সৃষ্টির বিষয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।		রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে	• যুগ্ম-সচিব (ভূমি), যুগ্ম- মহাপরিচালক (অপারেশন), যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিকাল), পরিচালক (সংস্থাপন) এবং পরিচালক (প্রকৌশল) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। • বর্নিত বিষয়ে কমিটি কর্তৃক একটি রিপোর্ট রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্টটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
৩	পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য অনতিবিলম্বে ডিপিপি তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	● পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-১ (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা) প্রকল্পের ডিপিপি ২১.১২.২০১৪ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	০১.০১.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	● বিষয়টি ১ নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।
		● পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-২ (ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর) প্রকল্পের ডিপিপি এপ্রিল ২০১৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	● বিষয়টি ১ নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।
৪	বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেল সেতু নির্মাণ করতে হবে।	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।		প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	● গত ২৫.০১.২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি রেলপথ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ১৯.০২.২০১৫ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। মার্চ/২০১৫ এর মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ● জাইকা অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।
৫	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ করতে হবে।	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রমঃ			-
		● এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২৭.১১.২০১৪ তারিখে প্রকল্পের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।	০১.০৭.২০১৩ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	সিএমই/উন্নয়ন, রেলভবন, ঢাকা	● গত ১৫.১২.২০১৪ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ● ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত ১ম পর্যায়ের ডিজাইন ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে।
		● ভারতীয় অর্থায়নে ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের প্রকল্পটি গত ১৬.০৯.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ক্রয় প্রস্তাব গত ২১.১২.২০১৪ তারিখে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	০১.০৭.২০১৪ থেকে ৩১.১২.২০১৭	সিএমই /পশ্চিম, রাজশাহী	● Exim Bank of India কর্তৃক ২৭.০২.২০১৫ Contract Documents অনুমোদন করা হয়েছে। শীঘ্রই এলসি খোলা হবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
		● সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রথমবার আহবানকৃত দরপত্র বাতিল হওয়ায় প্রকল্পটির .বিপরীতে গত ২২.১২.২০১৪ তারিখে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়।	০১.০৭.২০১১ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	সিএমই/প্রকল্প, রেলভবন, ঢাকা	● আগামী ২০.০৪.২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।
		● পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন প্রকল্পের আরডিপিপি গত ২০.০১.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	০১.০৭.২০০৭ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	সিএমই/পূর্ব, চট্টগ্রাম	● আগামী ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হবে।
		● জিওবি অর্থায়নে ৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রিবাহী কোচ পুনর্বাসনের ডিপিপি গত ০৩.০২.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	০১.০৭.২০১৪ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক, সৈয়দপুর কারখানা	● ইতোমধ্যে প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ৩০.০৪..২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।
		● টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	০১.০৭.২০১২ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	সিএমই/উন্নয়ন, রেলভবন, ঢাকা	● পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইআরডির মতামতসহ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯.০২.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ০১.০৩.২০১৫ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ● ইতোমধ্যে Tender validity period ১৪ জুন/২০১৫ পর্যন্ত পঞ্চমবারের মত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ● আগামী ২০.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে টিইসি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং মন্ত্রণালয় হতে তা অনুমোদনের জন্য ইআরডিতে প্রেরণ করা হবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
		● ২৬৪ টি এমজি যাত্রীবাহী কোচ ও ১০ টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের জন্য এডিবি অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে এবং এডিবি এর সাথে আলোচনা করে আগামী জুলাই, ২০১৫ এর মধ্যে টেন্ডার আহবান করার একটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।			• ADB country Programming Mission $200 million দিতে সম্মত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
		• ইডিসিএফ এর অর্থায়নে ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী কোচ ও ৩০ টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়া কার্যক্রমের আওতায় এক্সিম ব্যাংক এর প্রতিনিধি কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে।			• ইডিসিএফ কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হওয়ার পর ৩০ টি লোকোমোটিভ ও ১৫০টি যাত্রীবাহী গাড়ী ক্রয়ের ডিপিপি দাখিল করা হবে।
৬	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	লাকসাম-আখাউড়া ডুয়েল গেজ রেললাইন (৭২ কিঃমিঃ) নির্মাণ প্রকল্পটি গত ২৩.১২.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	প্রকল্প পরিচালক	• বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। • Bid document এর ওপর ADB এবং EIB এর Concurrence সংগ্রহপূর্বক দ্রুত দরপত্র আহ্বান করা হবে।
		ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের অবশিষ্ট অংশ ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য জুন'২০১৫ এর মধ্যে টিপিপি/ডিপিপি প্রণয়ন করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	-	-	• আগামী ৩০ এপ্রিল/২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের টিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৭	রেলওয়ের জমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে উচ্ছেদের পর রেলওয়ের ভূমি ফেন্সিং বা কাটাতারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।	ঢাকা-টঙ্গী এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে অবৈধ দখলের প্রতিবেদন দাখিল এবং দ্রুত উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে অবৈধ উচ্ছেদকৃত রেলওয়ের ভূমি যাতে আবার বেদখল না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	-	এডিজি/আই	• উচ্ছেদ একটি চলমান প্রক্রিয়। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ ও ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বর্তমানে উচ্ছেদকৃত জমির বিষয়ে প্রতিমাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
৮	বাহাদুরাবাদ ঘাট-বালাশী'র মধ্যে মাল্টিপারপাস টানেল নির্মাণ করতে হবে যাতে গাইবান্ধা ও জামালপুরসহ উভয় অঞ্চলের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।	প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।	-	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	• বিষয়টি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।
৯	রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ে পুলিশকে শক্তিশালী করতে হবে। বিমান বন্দরের ন্যায় আধুনিক প্রযুক্তিতে মালামাল ও যাত্রীদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্ক্যানার মেশিন ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের কমলাপুর, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং রাজশাহী স্টেশনে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও দুই জোনের যে সকল স্টেশনে সিসিটিভি স্থাপন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে স্টেশনগুলোকে সিসিটিভির আওতায় আনতে হবে।	ফেব্রুয়ারী/২০১৫-ডিসেম্বর/২০১৬	এডিজি/অপারেশন ও এডিজি/আই	• রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (RNB) ও সরকারী রেলওয়ে পুলিশ (GRP) কে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষে রেলওয়ে পুলিশের জন্য দু'টি নতুন জেলা সৃষ্টিসহ একটি নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একটি আইনের খসড়া ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ কমিটির নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত পাওয়া গিয়েছে। • রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্ক্যানার মেশিন ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১০	ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-কুমিল্লা, ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-জামালপুর সেকশনসমূহে কমিউটার ট্রেন চালু করতে হবে যাতে এ সকল এলাকার লোকজন প্রত্যেক দিন ঢাকায় এসে তাদের	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিউটার ট্রেন চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে পরিবহন বিভাগের চাহিদা অনুসারে যান্ত্রিক বিভাগ রোলিং স্টক সংগ্রহ করতঃ পর্যায়ক্রমে ট্রেন পরিচালনার উদ্যোগ নেবে।	মার্চ/২০১৫-ডিসেম্বর/২০১৮	এডিজি/আরএস ও এডিজি/অপারেশন	• যাত্রীসাধারণের ক্রম বর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার মোট ৯৬টি নতুন ট্রেন চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউটার ট্রেন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কমিউটার ট্রেনগুলোতে ইতোপূর্বে চীন হতে সংগৃহীত ২০ সেট ডেমু ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
	দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।				বাংলাদেশ রেলওয়েতে যাত্রীবাহী কোচ এবং আরো ডেমু সংগ্রহের কয়েকটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোচ সংগ্রহের পর আগামীতে ঢাকা-টাঙ্গাইল সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রুটে কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। ● ঢাকা-কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের মধ্যে কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে ২ সেট ডেমু ক্রয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রিফুয়েলিং এর সুবিধা প্রবর্তন করতে হবে এবং রেলওয়ের মাধ্যমে জেট ফুয়েল সিলেটে পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে রেলব্রীজ মেরামত/নতুনভাবে নির্মান করতে হবে।	এভিয়েশন ফুয়েল (জেট ফুয়েল) পরিবহনার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে ইতোমধ্যে ৮১টি মিটারগেজ ওয়াগন ক্রয় করেছে। বিমানের তৈল পরিবহনের চাহিদা পাওয়া গেলে সিলেট স্টেশন পর্যন্ত বিমানের তৈল পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রস্তুত আছে।	মার্চ/২০১৫ - ডিসেম্বর/২০১৬	এডিজি/আরএস ও সিই/পূর্ব	● সিলেটে এভিয়েশন ফুয়েল পরিবহণের জন্য ইতোমধ্যে একটি চাহিদা পাওয়া গিয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২৭ টি ওয়াগন দ্বারা সিলেটে এভিয়েশন ফুয়েল পরিবহণ করা হবে এবং বাকী ওয়াগন দ্বারা আপাতত: জ্বালানী তেল পরিবহন করা হবে।
১২	যাত্রীবাহী ট্রেনের সাথে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করতে হবে যাতে লোকজন ট্রেনে চলাচলের সময় সহজেই প্রয়োজনীয় পণ্য/মালামাল পরিবহণ করতে পারেন।	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপন করতঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাগেজ ভ্যান সংগ্রহ করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ইতোপূর্বে লাগেজ ভ্যান সংগ্রহের জন্য দাখিলকৃত ডিপিপি হালনাগাদ করে অনুমোদনের জন্য পুনরায় রেল মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	-	এডিজি/আরএস ও এডিজি/অপারেশন	● বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃনগর, মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে লাগেজভ্যান সংযুক্ত আছে। ভবিষ্যতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আরো অধিকসংখ্যক লাগেজভ্যান সংযুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য নতুন লাগেজভ্যান সংগ্রহ/মেরামতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বাঞ্চল রেলওয়েতে ৫০টি মিটার গেজ লাগেজ ভ্যানের মধ্যে ১৮টি সচল আছে এবং এগুলো দ্বারা মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩২টি লাগেজভ্যান মেরামত সম্পন্ন হলে চাহিদানুসারে ট্রেনসমূহে সংযুক্ত করা হবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য তহবিল গঠনের বিষয়টি বাংলাদেশ রেলওয়ে খতিয়ে দেখবে এবং সুপারিশ রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	-	এমডি/কল্যাণ ট্রাস্ট	• তহবিল গঠনের বিষয়টি বাংলাদেশ রেলওয়ে যাচাই-বাছাই করছে। যাচাই-বাছাই শেষে শীঘ্রই রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১৪	রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো তৈরী করতে হবে।	রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়েতে "রেলওয়ে রি-ফর্ম" প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক'কে আহবায়ক করে ০৩ (তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো প্রস্তুত করতঃ শীঘ্রই রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	-	পরিচালক/সংস্থাপন প্রকল্প পরিচালক/রিফর্ম প্রকল্প	• প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো তৈরির ব্যাপারে রিফর্ম প্রকল্পের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PWC কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মার্চ/২০১৫ এর মধ্যে তারা জনবল নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করবে। ১৫ এপ্রিল ২০১৫ এর মধ্যে জনবল কাঠামো প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১৫	রেলওয়ে এ্যাক্ট ও মোবাইল কোর্ট অর্ডিন্যান্স, ২০০৯ পরীক্ষা করে রেলওয়ের ট্রাফিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	ইতোপূর্বে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রেরিত পত্র অনুসারে রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	-	এডিজি/অপারেশন	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে কয়েকদফা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জানানো হয়েছে যে, মোবাইল কোর্ট অর্ডিনেন্স ২০০৯ মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিত অন্য কোন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের সুযোগ নেই। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ও বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাদের অনুকূলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
১৬	ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহযোগিতার বিষয়টি পৃথকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহযোগিতার জন্য দ্রুত একটি কমিটি গঠন করে ১৫.০২.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।	-	এডিজি/আই	• ২৬.০৬.২০১৪ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ আই (বাংলাদেশ রেলওয়ে), যুগ্ম সচিব (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), প্রধান প্রকৌশলী (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী/ট্র্যাক/পূর্ব (বাংলাদেশ রেলওয়ে), পরিচালক/ প্রশাসন ও অর্থ (র‍্যাব সদর দপ্তর, ঢাকা) এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/ রাজস্ব সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। • কমিটি কর্তৃক ৩০.১০.২০১৪ তারিখে ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। • প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী/পূর্ব (বাংলাদেশ রেলওয়ে) কর্তৃক ঢাকা- টঙ্গী সেকশনে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন এবং জেট ফুয়েল সাইডিং নির্মাণের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই নকশাটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১৭	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য ফরিদপুর অঞ্চলে (বিশেষ করে ফরিদপুর বা রাজবাড়িতে) একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে টিপিপি/ডিপিপি প্রস্তুত করে দ্রুত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	-	সিএমই/পশ্চিম, রাজশাহী	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণের লক্ষ্যে টিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
১৮	দেশের বন্ধ হওয়া সকল রেললাইন পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।	দেশের বন্ধ হওয়া রেললাইনের তালিকা প্রণয়ন করে আগামী এক মাসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে বন্ধ রেললাইনসমূহ চালুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	জুলাই/২০১৬ - ডিসেম্বর/২০১৮	সিই/পূর্ব ও সিই/পশ্চিম	• বাংলাদেশ রেলওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন উদ্বোধন করা হয়েছে। • ২৮.০১.২০১৫ তারিখে সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন শেষে ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। • বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনর্বাসন কাজ চলমান। • কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটির আরডিপিপি গত ৩১.১২.২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০২.০২.২০১৫ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮.০২.২০১৫ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গত ০৮.০৩.২০১৫ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায় নি।
১৯	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম করিডোরে একটি হাই স্পিড ট্রেন (বুলেট ট্রেন) চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পিডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করবে।	জুলাই/২০১৫ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯	অতিরিক্ত-সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়	• প্রকল্পের পিডিপিপি তৈরী করে গত ১৯.১১.২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং গত ২৩.১১.২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • ২৩.১২.২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে এই প্রকল্পের পিডিপিপি ফেরত প্রদান করলে পুনরায় বাংলাদেশ রেলওয়ে এই প্রকল্পের পিডিপিপি নীতিগত অনুমোদন ও বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৩.০৩.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
					• আগামী ২০.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় পিডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরিকল্পনা কমিশন এবং ইআরডিতে প্রেরণ করবে।
২০	ভবিষ্যতে সকল ধরনের রেলওয়ে ট্র্যাক ডুয়েলগেজ/ব্রড গেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করতে হবে।	নির্দেশনা অনুসারে ভবিষ্যতে রেলপথ নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে ডুয়েলগেজ/ব্রড গেজ স্ট্যান্ডার্ডে ট্র্যাক নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। এ লক্ষে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীনঃ	-	• এডিজি (আই) • সিই (পূর্ব) • সিই (পশ্চিম)	• ভবিষ্যতে সকল রেললাইন ডুয়েল গেজ/ব্রডগেজ-এ নির্মাণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
		• আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	• প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	• প্রকল্পটি ৬ নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।
		• দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু হয়ে মিয়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	জিএম/পূর্ব ও প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	• প্রকল্পটি ১ নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।
		• বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাক রেল সেতু নির্মাণ।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০২০	প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট ও জিএম/প্রকল্প	• প্রকল্পটি ৪ নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
		● বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন।	জুলাই/২০১১ থেকে জুন/২০১৭	এসিই/ট্র্যাক/পূর্ব, চট্টগ্রাম	● প্রকল্পের আরডিপিপি গত ৩১.১২.২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ০২.০২.২০১৫ তারিখে পিইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ● ১৮.০২.২০১৫ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায় নি। ● পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে।
		● বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা থেকে নারায়নগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটার গেজ লাইনের সমন্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	০১.০৭.২০১৪ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	এসিই/ট্র্যাক/পূর্ব, চট্টগ্রাম	● গত ২০.০১.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে বিশদ ডিজাইনের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
২১	দেশের বিদ্যমান রেলওয়ে কারখানাগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে লোকোমোটিভ ও কোচ তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান রেলওয়ে কারখানাসমূহ আধুনিকায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প চলমান রয়েছে ঃ	জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০১৮	এডিজি/আরএস	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
		● সৈয়দপুর ওয়ার্কসপ আধুনিকায়নের প্রকল্পটি প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের প্ল্যান্টস ও মেশিনারি জুন/২০১৫ এর মধ্যে সরবরাহ পাওয়া যাবে।	০১.০৩.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১৫	সিএমই/পূর্ব, চট্টগ্রাম	● জেডিসিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় ৩০টি নতুন প্ল্যান্টস ও মেশিনারি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সৈয়দপুর ওয়ার্কশপে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। তবে নির্ধারিত মেয়াদ ২য় দফায় বৃদ্ধির প্রস্তাব বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ● কিছু যন্ত্রাংশ প্রস্তুতসহ প্যাসেঞ্জার কোচ নির্মাণ করার জন্য মেসার্স নিপ্পন স্টীল, জাপান নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডির পর ডিপিপি প্রণয়র ও অর্থায়ন এর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া সৈয়দপুর কারখানায় প্যাসেঞ্জার কোচ নির্মাণের লক্ষ্যে মেসার্স রাইটস, ইন্ডিয়া কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হচ্ছে।
		● পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ আধুনিকায়নের প্রকল্পটি জাপান সরকারের ডিআরজিএ এবং ডিআরজিএ-সিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৭.১২.২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	০১.০৭.২০০৭ থেকে ৩০.০৬.২০১৭	সিএমই/পূর্ব, চট্টগ্রাম	● গত ২০.০১.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক আরডিপিপি অনুমোদন করা হয়েছে। ● আগামী ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে দরপত্র আহবান করা হবে।
		● ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন একটি ওয়ার্কসপ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের ডিপিপি খুব শীঘ্রই রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	০১.০৭.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০১৯	পরিচালক, এসএন্ডপি, রেলভবন, ঢাকা	● এডিবি এর অর্থায়নে একটি টিএ প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা ও ডিজাইন কাজ নির্বাহ করা হবে।
২২	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ করতে হবে।	চলমান প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব জানুয়ারী ২০১৫ এর মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	-	প্রকল্প পরিচালক, আরসিআই প্রজেক্ট	● প্রকল্পটি ১নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
২৩	প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল ও মিয়ানমার এর সাথে রেল যোগাযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে সুবিধাজনক ও কার্যকরী রেলওয়ে লিংক তৈরী করতে হবে	বর্তমানে ভারতের সাথে দর্শনা-গেদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল, রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ রুটে রেল যোগাযোগ চালু আছে। প্রতিবেশী অন্যান্য দেশসমূহের সাথে রেল সংযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে মিসিং লিংক (Missing Link) সমূহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মার্চ/২০১৫ - জুন/২০১৮	জিএম/পূর্ব ও জিএম/পশ্চিম	• বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের নিম্নলিখিত ৩টি রুট অন্তর্ভুক্ত আছে: ➢ টার-রুট ১ঃ গেদে(ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু-জয়দেবপুর–টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার • সাব-রুটঃ টঙ্গী-ঢাকা • সাব-রুটঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর ➢ টার-রুট ২ঃ সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর- ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট ➢ টার-রুট ৩ঃ রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর- আব্দুলপুর- ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট। • উপর্যুক্ত রুটসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারি পর্যন্ত রেললাইন বিদ্যমান আছে। দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু হয়ে মিয়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণের জন্য এডিবি'র আরসিআই প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান আছে। • অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের পিডিপিপি ২৬.০১.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও ০৮.০২.২০১৫ তারিখে ERD তে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটি চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য 'China Railway Group Limited' নামক একটি চীনা কোম্পানীর সাথে গত ০১.১২.২০১৪ তারিখে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
					• ৩১ মার্চ/২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। • কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটির আরডিপিপি গত ৩১.১২.২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০২.০২.২০১৫ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ১৮.০২.২০১৫ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায় নি। • প্রতিবেশী অন্যান্য দেশসমূহের সাথে রেল সংযোগ চালুর জন্য মিসিং লিংক (Missing Link) সমূহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২৪	পায়রা ও মংলা সমুদ্র বন্দরের সাথে সরাসরি রেল লিংক স্থাপন করতে হবে।	পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত আপাতত "ভাঙ্গা হতে বরিশাল পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের টিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	-	• সিপিএলও • সিই/পশ্চিম	• আগামী ২১.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
২৫	ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া সকল রেল সংযোগ পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	পূর্বে বিরল-রাধিকাপুর, শাহবাজপুর-মহিশাসন, চিলাহাটি-হলদিবাড়ী, বুড়িবাড়ী-চেংরাবান্ধা রুটে রেল যোগাযোগ চালু ছিল। বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া এ সকল রেল সংযোগ পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিবে।	মাচ/২০১৫ - জুন/২০১৮	• এডিজি/ অপারেশন • এডিজি (আই)	• বাংলাদেশ রেলওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন শেষে গত ২৮.০১.২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। • বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনর্বাসন কাজ চলমান। • কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটির আরডিপিপি গত ৩১.১২.২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • ০২.০২.২০১৫ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • পর্যায়ক্রমে ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া অন্যান্য রেল লাইনসমূহ চালুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
২৬	ভবিষ্যতে রেললাইন নির্মাণের জন্য এমন ভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে যাতে পরবর্তীতে ডাবল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পুনরায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন না হয়।	ভবিষ্যতে নতুন রেল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান রেখে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে।	-	এডিজি/আই	• ভবিষ্যতে নতুন রেল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান রেখে ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। • বর্তমানে দোহাজারি হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ডাবল লাইনের সংস্থান রাখা হচ্ছে।
২৭	৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ে যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য এতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানে মোট ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৭ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	-	সিপিএলও, রেলভবন, ঢাকা	• মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৭ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। ৬৭ টি প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৬৮৯০.৫১ কোটি টাকা। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।
২৮	ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ রেলওয়ে হাসপাতালকে একটি আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করতে হবে। এতে রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে। তাছাড়া হাসপাতাল ও কলেজ হতে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে ব্যয় হবে।	এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন পিপিপি অফিস হতে Transaction Advisor নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এডভাইজার নিয়োগের পর তাদের প্রতিবেদন অনুসারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০১৮।	এডিজি/আই	• পিপিপি'র আওতায় পিপিপি অফিস হতে Transaction Advisor নিয়োগে RFP চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। • অপরদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাহজাহানপুরস্থ রেলওয়ে হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৯	ঢাকার চতুপার্শ্বে সার্কুলার ট্রেন চালু করতে হবে।	ঢাকার চতুর্পাশে সার্কুলার ট্রেন চালুর জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি টিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	০১.০১.২০১৫ থেকে ৩০.০৯.২০১৬	সিপিএলও, রেলভবন, ঢাকা	গত ১৫.০২.২০১৫ তারিখে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি সভা আহ্বান করবে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	গৃহীত সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা	মন্তব্য/অগ্রগতি
৩০	রেলওয়ের আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য রেখে অবশিষ্ট অংশ সরকারের খাতে জমা দেয়ার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।	এ ব্যাপারে বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩১-০১-২০১৫ তারিখের মধ্যে একটি প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করবে।	-	এডিজি/অর্থ	বর্তমানে Operating Ratio ১ এর উর্ধ্বে। Operating Ratio কাঙ্খিত পর্যায়ে এর নিচে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩১	রেলওয়ের উন্নয়নে যথাযথ বাজেট প্রণয়ন করে অর্থমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	এ ব্যাপারে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি ডিও লেটার প্রেরণ করা হবে।	-	অতিরিক্ত-সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়	এ বিষয়ে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন খাতে নির্ধারিত সিলিং ৪৪৯৮.৮৩ কোটি টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৬৭৯৫.০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১১২৯৩.৮৩ কোটি (জিওবি ৫৩৪৫.৮৩ কোটি এবং পিএ ৫৯৪৮.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য গত ২৫.০২.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে একটি আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০২। সভাপতি জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী। গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে তিনি যে সকল অনুশাসন প্রদান করেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি গণপরিবহন সংস্থা। সেবার মান বৃদ্ধি করে গণমানুষের আশা-আকাংখার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

০৩। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মুজিবুল হক এমপি)
মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়।